ইতিহাস অনুসন্ধান ৩৬

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সাঁইত্রিশতম বার্ষিক
অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী

স ম্পা দ না

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

১, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০২০

Itihas Anusandhan - 36

Collection of Essays presented at the 37th Annual Conference of Paschimbanga Itihas Samsad held at Raja Narendra Lal Khan Women's College (Autonomus), Paschim Medinipur, West Bengal

PEER-REVIEWED VOLUME

ISBN : 978-81-956544-6-8

প্রথম প্রকাশ
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

কপিরাইট
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

প্রকাশক
আশীষ কুমার দাস
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
১, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা ৭০০ ০২০
(০৩৩) ৪০৭৪ ৯৪৭২

বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ
কার্যনির্বাহী সমিতি : ২০২২–২০২৩

সভাপতি
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহ-সভাপতি
সুস্নাত দাশ

সম্পাদক
আশীষ কুমার দাস

যুগ্ম-সম্পাদক
বিমান সমাদ্দার, মহীতোষ গায়েন

কোষাধ্যক্ষ
সাজেদ বিশ্বাস

সদস্য
মিহির কুমার দত্ত, রঙ্গনকান্তি জানা, অনুপ পন্ড্যে, প্রসেনজিৎ ঘোষ
অমিয় কুমার ঘোষ, রূপকুমার বর্মন, শুভ্রাংশু রায়
সুদীপা রায় বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোনীত সদস্য
সুজয়া সরকার, সুতপা সেনগুপ্ত, মইনুল ইসলাম, দেবমাল্য খুঁটিয়া

স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য
আনন্দগোপাল ঘোষ, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক ভারত : আঞ্চলিক

ঔপনিবেশিক মেদিনীপুর জেলার ক্যানেল-ব্যবস্থা : বিংশ শতকের প্রথমার্ধের এক অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণ —**সন্দীপ মান্না** ৩৯১

যোগাযোগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গ্রামীণ পরিবর্তন : প্রেক্ষাপট তারকেশ্বর —**সৌমেন মণ্ডল**
বিষ্ণুপদ দাস স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ ৪০১

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কাঁথি মহকুমার ভূমিকা —**শ্যামাপদ শীট** ৪০৯

সুভাষচন্দ্র, গণসংযোগ ও তমলুক সফর —**প্রসেনজিৎ নায়েক** ৪১৮

স্বাধীনতা সংগ্রামে নদিয়ার 'সাহেবনগর কৃষি শিল্প প্রতিষ্ঠান'-এর ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা —**গুরুশংকর বারিক** ৪২৫

গ্রামোন্নয়নে কামারপুকুর মঠ ও মিশন —**মহীতোষ গায়েন** ৪৩১

জলপাইগুড়ি জেলার জনবিন্যাস ও অভিবাসিত সমাজ (১৯৪৭-১৯৭১) —**কিশোর রায় সরকার** ৪৪০

ঐতিহাসিক উপাদান ও তথ্যের আলোকে ডোমজুর জনপদ, মিশ্র সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির সেতু পীরের দরগা —**বিপুলকুমার ঘোষ** ৪৪৯

আধুনিক ভারত : চিন্তা-চেতনা

রাজা নরেন্দ্রলাল খান : মেদিনীপুরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব —**মৌসুমী পাল**
ইন্দ্রাণী রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ ৪৬৫

অমিতাভ গুপ্তের কবিতায় ইতিহাসচেতনা —**শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা** ৪৮২

রামমনোহর লোহিয়া ও সমাজবাদ —**মাখন সামন্ত** ৪৯০

সাতচল্লিশের ডায়েরি ও নির্মলকুমার বসু —**শিপ্রা বিশ্বাস** ৫০০

চিরস্মরণীয় সতীশচন্দ্র সামন্ত —**অঞ্জলি মণ্ডল** ৫০৪

সমাজ সংস্কারক দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য —**কৃষ্ণ কুমার সরকার** ৫০৭

আধুনিক ভারত : সাংস্কৃতিক

অলচিকি লিপির উদ্ভব ও সাঁওতালি ভাষা আন্দোলন : সাঁওতাল সমাজের একটি দ্বান্দ্বিক সমস্যা (১৯২৫-২০০৩) —**পার্থ মণ্ডল**
ইন্দ্রাণী রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ ৫১৫

ভূমিজ ভাষা এবং তার বিবর্তন —**রূপা ঘোষ** ৫২৪

রাজা নরেন্দ্রলাল খান : মেদিনীপুরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব

মৌসুমী পাল*

'জমিদার' শব্দটি এসেছে ফারসি যৌগিক শব্দ 'জমিনদার' থেকে, যার অর্থ 'জমির মালিক'। রাজা বা জমিদারদের উদ্ধত, অত্যাচারী, অর্থলোভী ও প্রজাপীড়নকারী হিসাবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। মুঘল আমলে 'জমিনদার' বলতে আসলে বোঝাত সামন্ত প্রধান[১]। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের পরে খাজনা আদায়কারী হিসাবে জমিদারেরা পরিচিত হতে থাকেন। জমিদার আইনের দৃষ্টিতে জমির মালিক হিসেবে গৃহীত হলেন এবং মালিকানাসত্ত্বের নানা অধিকারে ভূষিত হলেন। মালিক হওয়ার দরুন যে অধিকার ও দাবি আইনত রায়তকে দেওয়া হয়নি, তা জমিদারবর্গের এলাকাভুক্ত বলে গণ্য হল।[২] ফলস্বরূপ, দেশীয় রাজা বা জমিদারের বিলাস ব্যসন, জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রজাপীড়ন সাধারণ বিষয় হিসাবে দেখা দেয়।

১৭৯৩ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হলে প্রাচীন জমিদারবংশের পরিবর্তে নতুন শ্রেণির উদ্ভব হয়, যাঁরা দেশের 'সেবক'-এর পরিবর্তে দেশ 'শোষক'-এর ভূমিকা গ্রহণ করেন। আবার প্রায় একই সময়ে খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে মধ্যসত্বভোগীদের আবির্ভাব হওয়ায় ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা জটিল আকার ধারণ করে এবং কৃষকদের উপর অত্যাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।[৩]

উনিশ ও বিশ শতক নাগাদ বাংলায় এমন কয়েকজন জমিদারের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা শুধুমাত্র তৎকালীন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পরোক্ষভাবে বা অনেকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন তাই নয়, একই সঙ্গে তাঁরা প্রজাসাধারণের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানে সচেষ্টা হয়েছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক কাজ সুসংগঠন ও সাংস্কৃতিক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রান্তিক অঞ্চলও ইতিহাসে এক স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে।

মেদিনীপুর জেলায় মুঘল যুগের অনেক আগে থেকেই অনেক জমিদার বংশ ছিলেন, যাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলে প্রায় স্বাধীন, অর্ধ-স্বাধীন রাজা বা জমিদার রূপে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে

* সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, গড়বেতা কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর